আজকের কাগজ

তারিখ 28 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

শিক্ষা বোর্ডের পুনঃপরীক্ষা

এসএসসি বা এইচএসসি পরীক্ষায় প্রাপ্ত নম্বরে কোনোরকম অনিয়ম দৃষ্ট হলে পরীক্ষাপত্র পুনঃপরীক্ষার সাংবিধানিক অধিকার প্রতিটি পরীক্ষার্থী বা তাদের অভিভাবকদের রয়েছে। ফলে প্রতি বছর বেশকিছু সংখ্যক পরীক্ষাপত্র পুনঃপরীক্ষার আবেদন করা হয়ে থাকে। এই সংখ্যা সাম্প্রতিককালে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, কেননা পরীক্ষকদের নানাবিধ দুর্নীতির কারণে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাপ্ত নম্বরে স্বাভাবিকভাবেই উপেক্ষিত হয়ে থাকে। কিন্তু সাংবিধানিক অধিকার থাকলেও সত্যিকারের পুনঃপরীক্ষার পদ্ধতি শিক্ষা বোর্ড নীতি বহির্ভূত। অন্য পরীক্ষক নিয়োগ করে পুনঃপরীক্ষার পদ্ধতি মূল পরীক্ষকের অপমানসূচক। বিধায় পুনঃপরীক্ষার পরিবর্তে পরীক্ষাপত্র পুনঃযোগ করা হয়ে থাকে। অথচ এই পুনঃপরীক্ষার সুবাদে প্রতি পত্রের জন্যে নগদ পঁচাত্তর টাকা ফিস আদায় করা হয়ে থাকে। তবে এ প্রবঞ্চনা ও প্রতারণা কেন? পরীক্ষাপত্র পুনঃযোগ করাই যদি শিক্ষা বোর্ডের নীতি হয়ে থাকে, তবে তা দপ্তরের পিওনকে দিয়ে বিনা ফিসেই করান সম্ভব। তবে কি পুনঃপরীক্ষা নিছক এক প্রহসন, এবং পুনঃপরীক্ষার সুবাদে পত্র প্রতি পঁচাত্তর টাকা ফিস আদায় আইনসিদ্ধ এক প্রতারণা।

এই পুনঃপরীক্ষা নতুন করে কোনো পরীক্ষক নিয়োগ করেই সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব। আমি তাই সংশ্লিষ্ট প্রতিটি কর্মকর্তার আশু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

তাসাদ্দুক হোসেন
ঢাকা।